২১-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার স্মরণ তখনই দীর্ঘস্থায়ী হবে যখন বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা রুহানি যাত্রা করতে এবং করাতে হবে "

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর হলেন দাতা তবুও ঈশ্বর অর্থে দান করার প্রচলন রয়েছে কেন ?

উত্তরঃ- কারণ ঈশ্বরকে নিজের উত্তরাধিকারী করা হয়। এই ভাবনা থাকে যে এর প্রতিফল পর জন্মে প্রাপ্ত হবে। ঈশ্বরের অর্থে দেওয়া মানে নিজের সন্তান ভেবে নেওয়া । ভক্তি মার্গে সন্তান রূপে স্বীকার করা হয় অর্থাৎ সব কিছু অর্পণ করা হয় ফলত একটি বড় অর্পণ করলে রিটার্নে ঈশ্বর ২১ জন্ম সমর্পিত হয়ে থাকেন। তোমরা কড়ি নিয়ে আসো, পিতার কাছ থেকে হীরা প্রাপ্ত করো। এই পয়েন্টেই সুদামার উদাহরণ রয়েছে।

গান :- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়োনা ।

ওমশান্তি। বাচ্চারা এই গানের এক লাইনে সব বুঝে গিয়েছে হয়তো। বাবা যখন বাচ্চা বলেন তখন বোঝা উচিত আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। আত্ম অভিমানী হতে হবে। এই কথা তো সবাই জানে যে আত্মা ও শরীর দুটি আলাদা বস্তু। কিন্তু এই কথাটি জানা নেই যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা আছেন। আমরা আত্মার নির্বাণ ধামের নিবাসী। এইসব কথা বুদ্ধিতে আসেনা। বাবা বলেন এই জ্ঞান একেবারেই লুপ্ত প্রায়। তোমরা জানো এবারে এই নাটক পূর্ন হচ্ছে। এখন ঘরে ফিরতে হবে। অপবিত্র পতিত আত্মারা ফিরতে পারবেনা। একজন ও যেতে পারবেন, এটাই তো হল ড্রামা। যখন সব আত্মারা এখানে এসে যায় তখন ফেরার সময় হয়। এইসব তো তোমরা এখন জানো যে বাবা আমাদের রুহানী যাত্রা শেখাচ্ছেন। বলেন যে হে আত্মারা এবারে বাবাকে স্মরণ করার যাত্রা করতে হবে। জন্ম জন্মান্তর তোমরা দৈহিক যাত্রা করেছ। এখন তোমার হল রুহানী যাত্রা। ফিরে গিয়ে এই মৃত্যুলোকে আসতে হবেনা। মানুষ দৈহিক যাত্রায় যায় আর ফিরে আসে। সেসব হল দৈহিক দেহ অভিমানী যাত্রা। এই হল রুহানী যাত্রা। বেহদের বাবা ছাড়া এই যাত্রা কেউ শেখাতে পারেনা। তোমাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে স্মরণের যাত্রাতে, যে বাচ্চারা যত স্মরণ ক'রে, স্মরণ দীর্ঘস্থায়ী তখনই হবে যখন কিছু জ্ঞান থাকবে। ৮৪জন্মের চক্রের জ্ঞানও আছে তাইনা। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম পূরণ হয়েছে। এই হল ৮৪ জন্মের যাত্রা , একেই বলে আবাগমনের যাত্রা। এখন তোমরা দুঃখধামের আবাগমন প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি পেয়েছ। এটা হল দুঃখধাম, এখন তোমাদের জন্ম মরণ সব অমরলোকে হবে, যার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করতে এসেছ অমরনাথের কাছে। তোমরা সবাই হলে পার্বতী, অমরকথা শোনো অমর নাথের কাছে , যিনি হলেন সদাই অমর। তোমরা সদাই অমর নও। তোমরা তো জন্ম মরণের চক্রে আসো । এখন তোমাদের চক্র নরকে, এর থেকে মুক্ত করে তোমাদের আবাগমন স্বর্গে করা হয়। সেখানে তোমাদের কোনো দুঃখ থাকবেনা। এইটি হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। তোমরা দেখে যাবে যে বিনাশ কিভাবে হয়। এরা যে বুদ্ধি লাগায় যাতে যুদ্ধ না হোক বা বোমা ইত্যাদি সমুদ্রে ফেলে আসে। এরা সব বেচারা চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু এই সময় পূর্ণ হয়েছে কথাটি জানেনা।

তোমরা এখন সঙ্গমে রয়েছ এবং দুনিয়ার লোকেরা ভাবে এখন কলিযুগের আরম্ভ , ৪০ হাজার বছর পরে সঙ্গম আসবে। এইসব কথা বেরিয়েছে শাস্ত্র থেকে। বাবা বলেন তোমরা যে বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করেছ, জন্ম জন্মান্তর দান পুন্য করেছ-- এইসব হল ভক্তি মার্গ। তোমরা জানো আমরা প্রথমে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতায় পরিণত হই। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সবচেয়ে উঁচু। এটি তো প্রাকটিক্যাল কথা। ব্রাহ্মণ বর্ণে না এসে কেউ দেবতা বর্ণে আসতে পারবেনা। তোমরা নিশ্চয় করো আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান , শিববাবার কাছে দৈবী রাজত্ব প্রাপ্ত করি। এখন তোমাদের পুরুষার্থ চলছে। রেসও করতে হয়। ভালো করে পড়ে অন্যদের পড়িয়ে যোগ্য করা যাতে ওরাও স্বর্গের সুখ নিতে পারে। কৃষ্ণপুরীকে সকলেই স্মরণ করে। শ্রীরামকে শৈশবে ঝুলন করানো হয়না। শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু অন্ধ শ্রদ্ধায়। বুঝতে কিছুই পারেনা। বাবা বলেন এই সময় সম্পুর্ন সৃষ্টি হল কালিমাময় তমপ্রধান । ভারত খুব সুন্দর , স্বর্ণ যুগ ছিল। এখন তো হল লৌহ যুগ । তোমরাও লৌহযুগে রয়েছ , এবারে স্বর্ণ যুগে যেতে হবে। বাবা স্বর্ণকারের কাজ করছেন। তোমাদের আত্মাতে যে লোহা ও তামার খাদ পড়েছে সেসব বের করা হয়। এখন তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই মিথ্যে হয়েছে। এখন তোমাদের পুনরায় প্রকৃত স্বর্ণে পরিণত হতে হবে। খাঁটি সোনায় অনেক খাদ পড়লে একেবারে মিশ্রনে পরিণত হয় যার দ্বারা অলংকার তৈরি হয়। তোমাদের আত্মাতেও খুব অল্প সোনা রয়েছে। অলংকার ও পুরানো হয়েছে , দুই ক্যারেট সোনা বলা যাবে। তাই বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন। ভারত নিশ্চিত স্বর্গ ছিল আর অন্য ধর্মের রাজত্ব ছিলনা পুনরায় সেই স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু মায়া করতে দেয় না। মায়া তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধ স্থলে তোমাকে পরাজিত করে। এই পথে চলাকালীন ঝড় ঝঞ্ঝা এসে যায়, বিকার গ্রস্ত হয়ে মুখে কালি লেগে যায়। বাবা বলেন আমি এখন তোমাদের গৌর বর্ণে পরিণত করি। তোমরা বিকারে গিয়ে নিজেদের মুখ কালো করোনা। যোগের দ্বারা নিজের অবস্থা শুদ্ধ করো। শুদ্ধ হতে হতে সমস্ত খাদ আত্মা থেকে বেরিয়ে যাবে তাই যোগ ভাট্টিতে থাকতে হয়। স্বর্ণকার জনেরা এই কথাটি বুঝবে ভালো করে। আগুনে দিলেই সোনার খাদ বেরিয়ে যায়। তবে গিয়ে খাঁটি সোনার দলা প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন তোমরা যত আমায় স্মরণ করবে তত তোমরা শুদ্ধ হতে থাকবে। বাবা তো শ্রীমৎ দেবেন আর কিছু করবেন না। বলা হয় বাবা দয়া করুন। এবারে বাবা দয়া বা কৃপা কি করবেন ! বাবা তো বলেন স্মরণে থাকো তাহলেই খাদ বেরিয়ে যাবে। তো স্মরণে থাকবে নাকি কৃপা বা আশীর্বাদ চাইবে ? এই বিষয়ে প্রত্যেককে নিজস্ব পরিশ্রম করতে হবে।

বাবা বলেন রুহানী বাচ্চারা , এই যাত্রায় ক্লান্ত হবেনা। ক্ষণে ক্ষণে বাবা কে ভুলে যেওনা। যত স্মরণে থাকো তত সময় যেন তোমরা ভাট্টিতে রয়েছ। স্মরণে না থাকা মানেই ভাট্টিতে নেই । ফলে তোমরা আরো বিকর্ম করো, বিকর্ম যুক্ত হতে থাকে , যার জন্য তোমার শ্যাম বর্ণে পরিণত হও। পরিশ্রম করে গৌর বর্ণে পরিণত হয়ে আবার শ্যাম বর্ণ হয়ে যাও এর মানে এই হল যে এমনিতে তোমরা ৫০% শ্যামবর্ণ থেকে এখন ১০০% শ্যামবর্ণে পরিণত হও। কাম বিকার-ই তোমাদের মুখে কালি দিয়েছে। ওই হল কাম চিতা আর এই হল জ্ঞান চিতা। মুখ্য কথা হলই কাম বিকারের। ঘরে ঝগড়া এই বিষয়েই হয়। কুমারীদের বোঝানো হয় এখন তোমরা পবিত্র তাই তোমরা ভালো আছো । কুমারীদের চরণ স্পর্শ করা হয় কারণ তারা পবিত্র কিনা। তোমরা সবাই কুমারী তাইনা। তোমরা ব্রহ্মাকুমারীরা ভারতকে স্বর্গে পরিণত কর। তাই তোমাদের স্মৃতি চিহ্ন ভক্তি মার্গে রয়েছে। কুমারীদের অনেক মান দেওয়া হয়। ব্রহ্মাকুমাররাও আছে কিন্তু মায়েদের মেজরিটি বেশি। বাবা নিজে এসে বলেন বন্দে মাতরম। তোমরা বাবাকে উত্তরাধিকারী কর। ভক্তি মার্গে

তোমরা ঈশ্বরকে দান করো কেন? পিতা তো সন্তানদের দিয়ে থাকেন। তাহলে ঈশ্বরকে দান করো কেন ? ঈশ্বর কে দান করো। কৃষ্ণকে দান করো। কৃষ্ণ তোমাদের কে যে তোমরা দান করো ? কোনো অর্থ আছে তো ? কৃষ্ণ তো আর গরিব নয়। তবুও বলা হয় ঈশ্বর অর্থ , কৃষ্ণ অর্থ তো হয়না। কৃষ্ণ সত্যযুগের রাজকুমার। বাবা বলেন আমি তোমাদের সকল মানবাঞ্ছা পূরণ করি । কৃষ্ণ তো মানবাঞ্ছা পূরণ করতে পারেনা। তারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর ভেবে কৃষ্ণ অর্পণম বলে দেয়। বাস্তবে আমি ফল দিয়ে থাকি। ভক্তি মর্গের সব কথা বোঝানো হয়। শিববাবাকে তোমরা দান করো তাহলে তিনি সন্তান স্বরূপে আছেন তাইনা। ভক্তিমার্গেও সন্তান , এখানেও সন্তান। ভক্তিমার্গে অল্প কালের ফল প্রাপ্ত হয়ে যায়। এখন সবকিছু হল ডাইরেক্ট সরাসরি , তাই তোমাদের ২১ জন্মের স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হতে হয়। তোমরা একবার সমর্পিত হও তো বাবা ২১ বারের জন্য সমর্পিত হয়ে যান। তোমরা কড়ি নিয়ে আসো বাবার কাছে হীরা নিতে। অন্তরে বুঝতে পার যে আমরা এক মুঠো চাল শিববাবার ভাণ্ডারে ঢেলেছি। সুদামার কাহিনী এখনকার কথা।শিববাবা তোমাদের কে যে তোমরা ওনাকে দান করো ? উনি বাচ্চা হলে তোমরা বয়স্ক তাইনা। তোমরা বুঝতে পার একের পরিবর্তে লক্ষ প্রাপ্তি হবে। দাতা তো উনি একজনই আছেন। সাধু গণ তোমাদের কিছু দান করেনা। ভক্তিমার্গেও আমি দিয়ে থাকি , তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের কয়টি সন্তান আছে ! কেউ বুঝতে পারে , কেউ পারেনা। এখন তোমরা জানো আমরা শিববাবার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করি। আমাদের দেহ মন সম্পত্তি সবই ওনার। তিনি আমাদের ২১জন্মের অধিকার দেন। ধনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বাবার নাম হল দীনের নাথ। বাবা বলেন তোমাদের নিজেদের গৃহস্থ ব্যবহার পালন করতে হবে। এমন নয় এখানে বসে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে। মামেকম স্মরণ কর। ভক্তিমার্গেও গায়ন রয়েছে আমার তো কেবল একজনা অন্য কেউ নয়। তোমাদের কত কথা বোঝানো হয়। সবাই তো একরকম সমঝদার হয়না। পরের দিকে সব আসবে। তখন তোমাদের শক্তি থাকবে। শোনা মাত্র তোমাদের ধরবে। যদি নিশ্চয় হয় যে বাবা ২১জন্মের স্বর্গের অধিকার দিচ্ছেন তাহলে এক মিনিটের জন্যেও ছাড়বেনা। এই ব্রহ্মবাবা নিজের অনুভব ও তো শোনান তাইনা। ইনি তো জহুরী ছিলেন । বসে বসে কি হয়ে গেলেন ! ব্যাস, দেখলেন বাবা বাদশাহী দিচ্ছেন । বিনাশ দেখলেন তারপর রাজত্ব দেখলেন তো বললেন ব্যাস, এই গোলামিকে ত্যাগ কর। সাক্ষাৎকার হয়েছে কিন্তু জ্ঞান ছিলনা। ব্যাস আমার বাদশাহী প্রাপ্ত হল। বাবা স্বর্গের বাদশাহী দিতে এসেছেন দেখা মাত্রই ধরা উচিত তাইনা। বাবা এই সবকিছু আপনার। আপনার কাজে লেগে যাবে। বাবাও সবকিছু মায়েদের হাতে তুলে দিয়েছেন। মায়েদের কমিটি বানিয়ে , ওনাদের দিয়েছেন। বাবা -ই সবকিছু করাতেন। বুঝেছ যে বাবার কাছে ২১ জন্মের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এবার তোমরা নাও। বাবা ঝট করে দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করেন । যবে মুক্তি পেয়েছেন তবে থেকে খুব খুশীতে চলেছেন। অনেক বার আমরা দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছি। বাবা ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের দ্বারা স্থাপনা করিয়েছেন। যখন এই ব্যাপার তখন আর দেরি কেন? বাবার কাছে আমরা ২১ জন্মের অধিকার নিশ্চয়ই নেব। বাবা ঘর দুয়ার ত্যাগ করতে বলেননা। ভালাই ঘর দুয়ার ভালো করে সামলাও, শুধু বাবাকে বাবাকে স্মরণ কর। নেশা থাকা উচিত যে আমরা বাবার আপন হয়েছি। বাবাকে কেউ চিঠিতে লেখে বাবা অমুক খুবই নিশ্চয়বুদ্ধি , খুব বিচক্ষণ। অনেককে বোঝাতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মা আমাদের কাছে তো আসেনা। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই দেহ ত্যাগ করলে বাবার কাছে অধিকার প্রাপ্ত হবে কিভাবে। এখানেতো বাবার কোলে আসতে হবে। নিশ্চয় হয়ে দেহ ত্যাগ করলে , পরিশ্রম কিছু করলেনা। লৌহ কাল ঘেকে স্বর্ণ কালে পরিবর্তন না হলে সাধারণ প্রজাতে জন্ম নেবে। যদি সন্তান স্বরূপে ভাল ভাবে

পাকা হয়ে দেহ ত্যাগ করবে তাহলে উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। উত্তরাধিকারী হতে কোনো পরিশ্রম নেই। কেউ সূর্যবংশী রাজত্ব প্রাপ্ত ক'রে , কেউ সার্ভিস করতে করতে পরের জন্ম গুলিতে রাজ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। এইটা কোনো সুখ থোড়াই হলো। রাজশাহীর সুখ তো প্রথমেই পরের দিকে তো কোয়ালিটি কম হতে থাকবে। বাচ্চাদের পরিশ্রম করে মা বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। মাম্মা বাবার রাজ্যাসনে বসার যোগ্যতা তো থাকা উচিত। হার্ট ফেল কেন হবে ! পুরুষার্থ করে ফলো করো। সূর্যবংশী রাজ্যাসনের মালিক হও। স্বর্গে তো এসো তাইনা। ফেল হলে চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে, দুই প্রতিশত কোয়ালিটি কমে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে আশীর্বাদ প্রাপ্তির আশায় না থেকে স্মরণের যাত্রায় তৎপর হও। রুহানি যাত্রায় কখনও ক্লান্ত হয়োনা।

২) শিববাবাকে নিজের সন্তান রূপে উত্তরাধিকারী করে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হতে হবে। মাতা পিতাকে অনুসরণ করতে হবে। ২১ জন্মের রাজত্বের সুখ প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদান :- অন্যদের বিষয়ে রিমার্ক বা মন্তব্য করার বদলে নিজেকে অর্থাৎ স্ব-পরিবর্তনকারী স্বচিন্তক ভব।

ব্যাখা: অনেকে এই পথে চলাকালীন বড় ভুল করে ফেলে - যে অন্যদের জন্যে বিচারক হয়ে নিজের জন্যে উকিল হয়ে যায়। বলবে এইটি করা উচিত নয়, এইটি বদল হওয়া চাই এবং নিজের জন্য বলবে যে এই কথাটি ঠিক আমি যা বলি রাইট। এখন অন্যদের জন্যে এমন মন্তব্য করার চেয়ে নিজের বিচারক হও। স্ব চিন্তক হয়ে নিজেকে দেখো আর স্বয়ং কে পরিবর্তন কর তবেই বিশ্ব পরিবর্তন হবে।

শ্লোগান - সর্বদা খুশীতে থাকতে হলে প্রতিটি দৃশ্য সাক্ষী হয়ে দেখো ।